প্রকৃত বিশ্রামের মূল্য কত?

শাব্বাথ অপরাহ্ণ

শাস্ত্রপাঠ: ২ শমূয়েল ১১:১-৫; ১২:১-৪; ১২:১০-২৩; গীত ৫১; ১ যোহন ১:৯।

মুখস্থপদ:"হে ঈশ্বর, আমাতে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ সৃষ্টি কর, আমার অন্তরে সুস্থির আত্মাকে নূতন করিয়া দেও" (গীত ৫১:১০)।

সামান্য শান্তি ও প্রশান্তি লাভের জন্য কিছু লোক প্রায় সবই করে থাকে। তারা নিরিবিলি পরিবেশের জন্য অর্থ ব্যয়ও করে থাকে। অনেক বড় শহরে ওয়াইফাই বিহীন কক্ষ রয়েছে। এই কক্ষগুলোয় সময় যাপন করার জন্য ঘণ্টা হিসেবে অর্থ ব্যয় করে থাকে। এই কক্ষগুলোর জন্য কঠোর নিয়ম রয়েছে: সেখানে কোন কোলাহল থাকবে না, কোন অতিথি আসতে পারবে না। লোকেরা এই কক্ষগুলো ভাড়া করে থাকে যেন তারা সেখানে হালকা ঘুমাতে কিংবা বসে থাকতে পারে এবং চিন্তা করতে পারে। বিমানবন্দরে ছোট কক্ষ থাকে যেগুলো ভাড়া নিয়ে লোকেরা হালকা ঘুমাতে পারে। শ্রমিক ও কর্মিরা এমন ভাজ করা বাক্স ক্রয় করে থাকে যেগুলো মেলে দিতে পারে এবং ওগুলোর উপর মাথা ও বক্ষ রেখে হালকা ঘুমাতে পারে। এই বাক্সগুলো অনেকটা ঢালের মত। লোকেরা তাদের গাড়িতে এমন একটি বোর্ড/তক্তা রেখে থাকে যার উপর তারা কর্ম-বিরতিকালিন সময়ে একান্তে হালকা ঘুমিয়ে নিতে পারে।

প্রকৃত বিশ্রামের জন্য আমাদের মূল্য দিতে হয়। নিঃসন্দেহে, অনেক সেচ্ছা-প্রণোদিত পরামর্শক রয়েছে যারা আপনাকে বোঝাতে চাইবে যে, বিশ্রাম হচ্ছে এমন একটি সাধারণ বিষয় যা আপনি চাইলেই উপভোগ করতে পারেন। কিন্তু আমরা যদি নিজেদের ব্যাপারে সত্যবাদী হই, তাহলে আমরা দেখব যে, আমরা নিজেরা আমাদের হৃদয়ের প্রকৃত বিশ্রাম লাভ করতে পারি না। ৪র্থ শতাব্দিতে, আগস্টিন তার 'কনফেশন' নামক জনপ্রিয় গ্রন্থে ঈশ্বরের অনুগ্রহের বর্ণনা রয়েছে। আগস্টিন বলেন, "আপনি (ঈশ্বর) আমাদেরকে স্বয়ং আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আপনার বিশ্রাম খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের হৃদয় বিশ্রাম পেতে পারে না।"

চলতি সপ্তাহে, আমরা দায়ূদের জীবনী পর্যালোচনা করব। দায়ূদ এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি অন্যদের এমন প্রেম দেখিয়েছিলেন যা

ঈশ্বরের অন্তঃকরণে ছিল। যেমনিভাবে আমরা দায়ূদের বিষয় পড়ব, আমরা খুঁজে বের করব যে, তিনি কিভাবে ঈশ্বরে প্রকৃত বিশ্রামের মূল্য আবিষ্কার করেছিলেন।

রবিবার **জুলাই ১৮**

ক্লান্ত ও অবসন্ন (২ শমূয়েল ১১:১-৫)

বসন্তের কোন এক উষ্ণ সন্ধ্যায় রাজা দায়ূদ বিশ্রাম পাচ্ছিলেন না। তিনি তখন তার প্রাসাদের ছাদে পায়চারি করছিলেন। দায়ূদের আসলে তখন যর্দ্দন নদীর ওপারে তার সৈন্যদের সঙ্গে থাকার কথা ছিল। দায়ূদের তখন তার সৈন্যদের যুদ্ধে নেতৃত্ব দেবার কথা ছিল। আম্মোনদের পরাস্ত করার জন্য দায়ূদের তখন সহায়তা দেবার কথা ছিল যেন তার রাজ্য পরিশেষে শান্তি পায়।

দায়ূদের যেখানে থাকার কথা তিনি সেখানে ছিলেন না। এই ভুল সিদ্ধান্ত তাকে পাপে পতিত হবার পথ সহজ করে দিয়েছিল। ২ শমূয়েল ১১:১-৫ পদে, দায়ূদের পতনের গল্প পড়ুন। এই গল্পে কি ঘটেছিল? দায়ূদ কি ভয়াবহ পাপ করেছিলেন?

.....

.....

দায়ূদ নগরটি দেখছিলেন এবং একজন অত্যন্ত সুন্দরী স্ত্রীলোককে দেখতে পেলেন। তিনি স্নান করছিলেন। দায়ূদ তার জন্য ব্যাকুল হলেন। তার পাপপূর্ণ বাসনা তার হৃদয়ে দখল নিল। সেই সন্ধ্যায় দায়ূদ সেই সুন্দরী স্ত্রীলোক বৎশেবার সঙ্গে শয়ন করলেন। বৎশেবা ছিলেন দায়ূদের একজন সৈন্য ঊরিয়ের স্ত্রী। বাইবেলের যুগে, রাজারা নিজেদের খেয়ালখুশি মত যা ইচ্ছে তাই করতে পারতেন। রাজা হিসেবে, দায়ূদের কোন নীতি মান্য করার প্রয়োজন পড়ল না, যেক্ষেত্রে সাধারণ লোকদের অনেক নীতি মান্য করতে হয়। বাস্তবিক, এই বিষাদময় ঘটনা আমাদেরকে বাইবেলের এক জোরালো সত্য দেখিয়ে থাকে। যদিও দায়ূদ ছিলেন একজন রাজা, তাই বলে তিনি ঈশ্বরের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করতে পারেন না।

ব্যবস্থা আমাদের পাপ থেকে সুরক্ষা দেয়। ব্যবস্থা আমাদের নিরাপদ রাখে। সুতরাং রাজা যখন ব্যবস্থা লঙ্ঘন করেন, তখন তাকে অবশ্যই চরম

মূল্য দিতে হয়। ঈশ্বরের ব্যবস্থা লঙ্ঘনের প্রতিফল হিসেবে দায়ূদের প্রতি কি ঘটেছিল? তখন থেকে তার জীবনে অধঃপতনের শুরু হল। দায়ূদ নিজেকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করলেন যে, তার পাপ সম্পর্কে কেউ জানে না। পরে, বৎশেবা দায়ূদকে বার্তা পাঠান যে, তিনি অন্তঃসত্তা। তার স্বামী দীর্ঘ দিন দূরে ছিলেন এবং তার স্বামীর পিতা হবার কোন সুযোগ ছিল না। এবার দায়ূদ বড় সমস্যায় পড়লেন।

দায়ূদ কিভাবে এই সমস্যা ঢাকার চেষ্টা করলেন? উত্তরের জন্য ২ শমূয়েল ১১:৬-২৭ পদ পড়ুন।

.....

.....

দায়ূদের মাথায় এক কুটিল বুদ্ধি এসেছিল যেন ঊরিয় বাড়ি যান এবং স্ত্রীর সঙ্গে শয়ন করেন। এতে, প্রত্যেকে হয়ত ভাববে যে, বৎশেবার সন্তানের পিতা ঊরিয়। কিন্তু দায়ূদের এই পরিকল্পনা কাজে দিল না। ঊরিয় ঈশ্বরের প্রতি অনুগত। ঊরিয় স্ত্রীর কাছে গেলেন না। তিনি দায়ূদকে বলেন, "সিন্দুক, ইস্রায়েল ও যিহূদা কুটিরে বাস করিতেছে, এবং আমার প্রভু যোয়াব ও আমার প্রভুর দাসগণ খোলা মাঠে ছাউনি করিয়া আছেন; তবে আমি কি ভোজন পান করিতে ও স্ত্রীর সহিত শয়ন করিতে আপন গৃহে যাইতে পারি? আপনার জীবনের ও আপনার জীবিত প্রাণের দিব্য, আমি এমন কর্ম করিব না" (২ শমূয়েল ১১:১১)। দায়ূদ যে-কাজ বুদ্ধি খাটিয়ে কিংবা ফাঁদে ফেলে করতে পারলেন না, তা তিনি বল প্রয়োগ করে করলেন। ঊরিয় যেন খুন হন, দায়ূদ সেই নির্দেশ দিলেন।

সোমবার **জুলাই ১৯**

নাথন ও উপমা (২ শমূয়েল ১২:১-৪)

প্রথমতঃ, দায়ূদ তার সব থেকে বিশ্বস্ত একজন সেনার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করেন। পরে, দায়ূদ তার পাপ ঢাকার চেষ্টা করেন। দায়ূদ যোয়াবকে আজ্ঞা দেন যেন তিনি যুদ্ধে ঊরিয়কে সম্মুখ সারিতে রাখেন এবং দৃশ্যমান হয়

যে, ঊরিয় যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। এই পাপগুলো আমাদের রাজা দায়ূদের জীবনের অন্যতম একটি জঘন্য সময়কে দেখিয়ে দেয়। তবে, সুসংবাদ হল এই যে, ঈশ্বর নাথনকে দায়ূদের কাছে পাঠান। নাথন হলেন ঈশ্বরের ভাববাদি। নাথন ভাববাদি ঈশ্বরের বিশেষ বার্তা-বাহক। নাথন ও দায়ূদ বন্ধু। প্রথম দিকে, নাথন দায়ূদকে ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা বিষয়ক পরামর্শ দিয়েছিলেন (২ শমূয়েল ৭)। এবার, দায়ূদের পাপ ধরিয়ে দেবার একটি ব্যতিক্রমী কাজ ঈশ্বর নাথনকে দেন।

আপনার কি মনে হয়, নাথন কেন একটি উপমা বললেন? আপনার কি মনে হয়, নাথন কেন দায়ূদের পাপের বিষয় সরাসরি বললেন না কিংবা দায়ূদকে কেন দোষী করলেন না? উত্তরের জন্য ২ শমূয়েল ১২:১-১৪ পদ পড়ুন।

.....

.....

নাথন জানেন, কী বলতে হবে। তিনি বিষয়টি এমনভাবে বললেন যে, দায়ূদ যেন বুঝতে পারেন। একজন রাজা হবার আগে দায়ূদ ছিলেন মেষপালক রাখাল। তাই, নাথন দায়ূদকে মেষের গল্প বলেন। নাথন জানেন যে, দায়ূদ এমন একজন ব্যক্তি যিনি ন্যায় ও আদর্শ প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত একজন ব্যক্তি। তাই, আমরা দেখি যে, নাথন দায়ূদের জন্য একটি ফাঁদ পাতেন। দায়ূদ সোজা সেই ফাঁদে ঢুকে পড়েন এবং তার রায় ঘোষণা দেন: মৃতুদণ্ড।

দায়ূদ যখন নিজের বিচার করেন, তখন নাথন বলেন: "আপনিই সেই ব্যক্তি" (২ শমূয়েল ১২:৭)। এই কথাগুলো নাথন ভিন্ন অনেক ভাবে বলতে পারতেন। নাথন ঐ কথাগুলো দায়ূদের সামনে চেঁচিয়ে বলতে পারতেন। নাথন দায়ূদের দিকে তার তর্জনী তাক করতে পারতেন এবং দোষী করতে পারতেন। অথবা, নাথন কথাগুলো প্রেমের সঙ্গে বলতে পারতেন। যখন আমরা নাথনের প্রতি দায়ূদের উত্তর দেখি, তখন আমরা দায়ূদের প্রতি নাথনকে সেই দয়া ও প্রেম প্রদর্শন করতে দেখি, যে দয়া ও প্রেম ঈশ্বর পাপীদের দেখিয়ে থাকেন। দায়ূদ নিঃসন্দেহে সেই মর্ম-বেদনা বুঝতে পারলেন, যে মর্ম-বেদনা ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের পাপের কারণে ভুগে থাকে। নাথনের কথন দায়ূদের হৃদয় স্পর্শ করে। দায়ূদ বুঝতে পারেন যে, তিনি কী জঘন্য পাপ করেছেন।

দায়ূদ কেন বলেন, 'আমি সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছি?' তিনি কেন বললেন না, 'আমি বৎশেবার বিরুদ্ধে পাপ করেছি?' অথবা, 'আমি একজন খুনি?" উত্তরের জন্য ২ শমূয়েল ১২:১৩ পদ পড়ুন; আরও পড়ুন, গীত ৫১:৪।

.....

.....

দায়ূদ দেখলেন যে, তার পাপ ঈশ্বরকে আহত করেছে। আমরা যখন পাপ করি, আমরাও তখন ঈশ্বরকে আহত করি। আমাদের পাপ অন্যদেরও আহত করে। আমরা যখন পাপ করি, তখন আমরা আমাদের পরিবার-পরিজন ও মণ্ডলীকে লজ্জিত করি। কিন্তু সব থেকে বড় কথা হল, আমরা ঈশ্বরের মর্ম-বেদনার কারণ হই। আমাদের পাপ ঈশ্বরকে আবারও ক্রুশবিদ্ধ করে।

মঙ্গলবার **জুলাই ২০**

ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়া? (২ শমূয়েল ১২:১০-২৩)

দায়ূদ তার নিজের রায় ঘোষণা দেন (২ শমূয়েল ১২:৫, ৬)। পরে, নাথন দায়ূদকে বলেন যে, তার পাপ একটি মহাপাপ। এ-পাপের কারণে সামনে একটি মন্দ ঘটনা ঘটবে (২ শমূয়েল ১২:১০-১২)। দায়ূদের হৃদয় অনুতাপে ভগ্ন হয়। দায়ূদ তার পাপ স্বিকার করেন। তৎক্ষণাৎ, নাথন দায়ূদকে বলেন, "সদাপ্রভুও আপনার পাপ দূর করিলেন, আপনি মরিবেন না" (২ শমূয়েল ১২:১৩)। আপনি কি দেখছেন যে, ঈশ্বরের ক্ষমা লাভের জন্য দায়ূদের অপেক্ষা করার প্রয়োজন পড়ল না? দায়ূদ কোন ইঙ্গিত দিলেন না যে, তিনি ঈশ্বরের ক্ষমা লাভের জন্য প্রস্তুত।

অতঃপর, নাথন দায়ূদকে কিছু মন্দ বার্তা দেন। দায়ূদ ও বৎশেবার সন্তানটি জন্মের কিছুক্ষণ পর মারা যাবে।

এ কথার অর্থ কি যে, ঈশ্বর দায়ূদের পাপ ক্ষমা করলেন ও তা দূর করলেন? ঈশ্বর অতীত শোধরান। সংঘটিত ঘটনা কি প্রত্যেকে ভুলতে পারে? এই প্রশ্ন নিয়ে যেমনিভাবে আপনি ভাবছেন, ২ শমূয়েল ১২:১০-২৩ পদ পড়ুন।

.....

.....

দায়ূদ তার জীবনের অধঃপতন দেখতে পান: শিশুটির মৃত্যু, তার বংশধরদের মধ্যে কোন্দল। তবে, দায়ূদ এটাও বুঝতে পারেন যে, ঈশ্বর তার পাপ ক্ষমা করবেন। তার করা অপরাধকে ঈশ্বরের দয়া আবৃত করবে। সামনে আসা মন্দ ঘটনাগুলো কিছু দিন পর ঠিক হয়ে যাবে। ঈশ্বর যাতনাভোগীকে নিরাময় করবেন। সুতরাং, দায়ূদ এখন ঈশ্বরের দয়ায় বিশ্রাম খুঁজতে পারেন।

দায়ূদ কিসের প্রয়োজন উপলব্ধি করলেন? অন্য যেকোন কিছু অপেক্ষা দায়ূদ কিসের জন্য ব্যাকুল হলেন? উত্তরের জন্য গীত ৫১:১-৬ পদ পড়ুন।

.....

.....

গীত ৫১ অধ্যায়ে, দায়ূদ জন-সম্মুখে ঘোষণা দেন। তিনি তার হৃদয় খুলে দেন এবং পাপ স্বিকার করেন। দায়ূদ ঈশ্বরের দয়ার জন্য ক্রন্দন করেন। তিনি ঈশ্বরের অব্যর্থ প্রেম যাচঞা করেন। দায়ূদ একটি পরিষ্কার হৃদয় ও একটি নতুন আত্মার জন্য ব্যাকুল হন।

এই গীতটি আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে, যীশুতে বিশ্রামের মূল্য কত। প্রথমে, পাপী হিসেবে, আমাদের বুঝতে হবে যে, আমাদের সাহায্য দরকার। আমাদের একজন ত্রাণকর্তা দরকার। আমরা আমাদের পাপ দেখতে পাই। তখন আমরা একমাত্র এমন একজনের কাছে ক্রন্দন করি যিনি আমাদের ধৌত করতে পারেন এবং পরিষ্কার করতে পারেন। কেবল ত্রাণকর্তা হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি আমাদের নবায়ন করতে পারেন। যখন আমরা তাঁর সাহায্যের জন্য তাঁর কাছে ক্রন্দন করি, তখন আমরা সাহস পাব। আপনার যদি এমন মনে হয় যে, আপনি ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাবার অযোগ্য পাপী, তখন দায়ূদকে স্মরণ করুন। দায়ূদ একজন বিবাহিতার সঙ্গে ব্যভিচার করেন। তিনি মিথ্যাচার করেন। তিনি নরহত্যা করেন। তিনি দশটি আজ্ঞার অন্তত পাঁচটি আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন। দায়ূদ যদি ঈশ্বরের সাহায্য ও ক্ষমার জন্য ক্রন্দন করতে পারেন, তাহলে আমরাও পারি।

বুধবার **জুলাই ২১**

নতুন কিছু (গীত ৫১:৭-১২)

দায়ূদ তার পাপ স্বিকার করেন। তিনি তার আচরণ নিয়ে কোন অজুহাত দেখাতে চেষ্টা করেননি কিংবা বলেননি যে, তার পাপ আসলে অতটা গুরুতর নয়। পরে, দায়ূদ ঈশ্বরের কাছে কিছু চান। দায়ূদ কি চান? উত্তরের জন্য গীত ৫১:৭-১২ পদ দেখুন।

দায়ূদ 'এসোব' দ্বারা ধৌত হতে চান (গীত ৫১:৭)। এসোব হচ্ছে পুদিনা গোত্রীয় এক ধরণের উদ্ভিদ। দায়ূদের এসোব বিষয়ক বক্তব্য বাইবেলের যুগের প্রত্যেক ইস্রায়েলের কাছে বোধগম্য ছিল। একজন ব্যক্তিকে শুচি করার প্রসঙ্গে মোশির ব্যবস্থা এসোবের কথা উল্লেখ করছে (লেবীয় ১৪:৪)। এসোবের প্রসঙ্গ দ্বারা দায়ূদ দেখাচ্ছেন যে, তিনি একটি বিকল্পের (মধ্যস্থতাকারী) প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পারছেন। এই বিকল্প দায়ূদের প্রাপ্য শাস্তি ও তার পাপ নিজের উপরে তুলে নেবে। ত্রাণকর্তা ভবিষ্যতে আসবেন এবং পৃথিবীতে যারা তাঁকে গ্রহণ করবে, তাদের সকলের পাপের দায় নিজের উপর তুলে নিবেন।

পরে, দায়ূদ ঈশ্বরের আনন্দ লাভ করতে চান। আপনি অবাক হচ্ছেন যে, মারাত্মক সব কাজ করার পর দায়ূদ আনন্দ লাভ করতে চাচ্ছেন? ১৩ পদ আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে, কেন তিনি আনন্দ লাভ করতে চাচ্ছেন: "আমি অধর্মাচারীদিগকে তোমার পথ শিক্ষা দিব, পাপীরা তোমার দিকে ফিরিয়া আসিবে।"

দায়ূদের পাপ ও স্বিকারোক্তির পর, তিনি প্রার্থনা করছেন: "তোমার সম্মুখ হইতে আমাকে দূর করিও না, তোমার পবিত্র আত্মাকে আমা হইতে হরণ করিও না" (গীত ৫১:১১)। আপনার কি মনে হয়, দায়ূদ কেন এই প্রার্থনা করলেন? উত্তরের জন্য ১২ পদ পড়ুন।

.....

.....

দায়ূদ তার হৃদয় থেকে ঈশ্বরের অনুভূতি হারাতে চান না। দায়ূদ দেখেন যে, পবিত্র আত্মা ব্যতিত তিনি অক্ষম। দায়ূদ এখন জানেন যে, মানব-

অন্তঃকরণ কতটা সহজে পাপে পতিত হতে পারে। তার মধ্যকার আস্থা ভগ্ন হয়েছে।

দায়ূদ বুঝতে পারেন যে, পাপের বিরুদ্ধে তার ভবিষ্যৎ বিজয় তার নিজের হতে আসবে না। তার বিজয় কেবল ঈশ্বর হতে আসবে। সুতরাং, দায়ূদকে অবশ্যই ঈশ্বরের উপর পুরোপুরি নির্ভর করতে হবে।

পাপের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয় আমাদের মাঝে নিহিত নয়। আমাদের বিজয় যীশুতে নিহিত। যখন আমরা বাইবেলের এই সত্য বুঝতে পারি, তখন আমরা আমাদের হৃদয়ে যীশুকে স্থান দেবার জন্য ব্যাকুল হই। আমরা একটি নতুন হৃদয় ও একটি নতুন জীবনের প্রয়োজন দেখতে পাই। আমাদের সেই বিশ্রাম দরকার হয় যা কেবল যীশু আমাদের দিতে পারেন। সে-কারণে, আমাদেরকে নবায়ন করার জন্য যীশুকে অবশ্যই সুযোগ দিতে হবে। তাহলে আমরা বিশ্রাম পাব।

পাপ থেকে মুক্ত থাকার আনন্দ কি আপনি জানেন? যদি না জানেন, তাহলে দায়ূদের বিষয়ে এই ঘটনা কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারে?

.....

.....

.....

.....

বৃহস্পতিবার **জুলাই ২২**

আলোর জ্যোতি (গীত ৫১:১৩-১৯)

বিশৃঙ্খল হবার পর এবং ক্ষমা লাভ করার পর, আমরা বেশিরভাগ লোক কি করতে চাই? আমরা আমাদের করা ভুলটি ভুলে যেতে চাই, ঠিক? ভুল-ভ্রান্তি মাথায় জিয়িয়ে রাখাটা বেদনাদায়ক।

দায়ূদ তার বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা নিয়ে কি করতে চান? উত্তরের জন্য গীত ৫১:১৩-১৯ পড়ুন।

.....

যখন একটি বোল কিংবা পাত্র ভেঙ্গে যায়, আমরা তখন ভাঙ্গা টুকরাগুলো দূরে ছুড়ে ফেলি। অন্তত বেশিরভাগ লোক এটাই করে। কিন্তু জাপানে, এমন লোক আছে যারা ভাঙ্গা পাত্র জোড়া দেয়। এই কাজের একটি বিশেষ নাম আছে: 'কিন্টসুগি।' ভাঙ্গা পাত্র জোড়া দেবার শিল্পকর্মে শিল্পীরা আঠা হিসেবে তরল স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য ব্যবহার করে থাকে। ভাঙ্গা পাত্রকে শিল্পীরা অত্যন্ত দৃষ্টি নন্দন করে তোলেন।

আমাদের ক্ষেত্রে ঈশ্বর ঠিক তাই করেন। ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করেন এবং আমাদের আবার নতুন করেন। আমাদের ভগ্ন-চূর্ণ জীবন পুনরায় জোড়া দেবার জন্য ঈশ্বর আঠা হিসেবে ক্ষমা ব্যবহার করেন। অতীতে আমাদের যে স্থানগুলো ভগ্ন হয়েছিল, সেগুলো লোকদেরকে আমাদের জন্য ঈশ্বরের প্রেম প্রদর্শন করে। আমরা ঈশ্বরের পক্ষে জীবন্ত আলো হই। পরে, আমরা আনন্দে চিৎকার করতে চাইব। আমরা দায়ূদের গীতে যুক্ত হব: "হে ঈশ্বর, হে আমার পরিত্রাণের ঈশ্বর..., আমার জিহ্বা তোমার ধর্মশীলতার বিষয় গান করিবে" (গীত ৫১:১৪)। আমরা নিজেদেরকে নিজেরা মেরামত করতে চেষ্টা করি না। আমাদের হৃদয় এখন সকল অহংকার শূণ্য। ঈশ্বর আমাদের শূন্য হৃদয় প্রশংসায় পূর্ণ করতে পারেন। তখন আমাদের হৃদয় আলোর উজ্জ্বল জ্যোতির ন্যায় হবে। আমাদের হৃদয় হতে ঈশ্বরের প্রেম তাদের প্রতি বিচ্ছুরিত হবে, যারা আমাদের সংস্পর্শে আসবে। আমাদের ক্ষমা লাভের এই অভিজ্ঞতা অন্য ক্ষমা-প্রত্যাশী লোকদেরকে ঈশ্বরের কাছে পরিচালনা দেবে।

গীত ৫১ অধ্যায় এবং ১ যোহন ১:৯ পদের মধ্যে যোগসূত্র কি? ১ যোহন ১:৯ এবং গীত ৫১ একই বার্তা শিক্ষা দেয়। দায়ূদ জানেন যে, "ঈশ্বরের গ্রাহ্যবলি ভগ্ন আত্মা; হে ঈশ্বর, তুমি ভগ্ন ও চূর্ণ অন্তঃকরণ তুচ্ছ করিবে না" (গীত ৫১:১৭)। যোহন আমাদের বলেন যে, "যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্মিকতা হইতে শুচি করিবেন" (১ যোহন ১:৯)।

আবার, দায়ূদ নিজের সাধিত বিভ্রাট মেরামত করতে পারেন না। একই সঙ্গে, দায়ূদ জানেন যে, ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করছেন।

এ-মুহূর্তে কিভাবে আপনি ১ যোহন ১:৯ পদের প্রতিজ্ঞাকে আপনার জীবনের একটি অংশে পরিণত করতে পারেন? এটা করার পর আপনার অনুভূতি কেমন হবে?

.....

.....

শুক্রবার **জুলাই ২৩**

অতিরিক্ত আলোচনা: "দায়ূদের অনুতাপ আন্তরিক ছিল। তার অপরাধকে লাঘব করার কোন প্রচেষ্টা এতে ছিল না, বিচারের হাত হতে রক্ষা পাবার চেষ্টাও করা হয়নি। তিনি তার অন্তরের হীনতা দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি তার পাপকে ঘৃণা করেছিলেন। তিনি শুধু ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করেননি, কিন্তু তার অন্তরের পবিত্রতার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। অনুতপ্ত পাপীর প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার মধ্যে তিনি তার পাপের ক্ষমা এবং তাকে ঈশ্বরের পুনরায় গ্রহণ করা অনুধাবন করতে পেয়েছিলেন। 'ঈশ্বরের গ্রাহ্যবলি ভগ্ন আত্মা; হে ঈশ্বর, তুমি ভগ্ন ও চূর্ণ অন্তঃকরণ তুচ্ছ করিবে না' (গীত ৫১:১৭)।

"যদিও দায়ূদ পড়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু সদাপ্রভু আবার তাকে তুলে ধরলেন . . .। দায়ূদ নত হলেন ও নিজ পাপ স্বীকার করলেন, কিন্তু শৌল সংশোধন করাকে ঘৃণা করেছিলেন এবং অনুতাপ না করে নিজ হৃদয়কে শক্ত করেছিলেন।

"দায়ূদের ইতিহাসের এই অধ্যায় আমাদের কাছে মানুষের দ্বন্দ্ব ও প্রলোভনের একটি প্রকট দৃষ্টান্ত তুলে ধরে, এবং একটি আন্তরিক অনুতাপের ও পাপ স্বীকারের ছবিও তুলে ধরে। যুগ যুগ ধরে ঈশ্বরের সন্তানেরা যখন পাপ করেছেন, তখন দায়ূদের এই আন্তরিক অনুতাপ স্মরণ করেছেন, এবং সাহসের সহিত অনুতাপ করে আবার ঈশ্বর আজ্ঞা অনুসারে চলতে চেষ্টা করেছেন।

"যে কেউ দায়ূদের মত আপন হৃদয়কে নরম করবে এবং অনুতাপ ও স্বীকার করবে, সে নিশ্চিত হতে পারে যে তার জন্য পরিত্রাণের প্রত্যাশা রয়েছে। সদাপ্রভু আন্তরিক ভাবে অনুতপ্ত একটি হৃদয়কেও প্রত্যাহার করবেন না।" –ঈলেন জি হোয়াইট, *পিতৃকুলপতিগণ ও ভাববাদীগণ*,পৃষ্ঠা: ৫২৮।

আলোচ্য প্রশ্নাবলীঃ

১। আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস দ্বারা মেনে নিতে হবে যে, আমরা স্বর্গীয় রাজার ক্ষমাপ্রাপ্ত পুত্র ও কন্যা। যখন আমরা জানি যে, আমরা পাপী এবং আমাদের ক্ষমা দরকার, তখন কিভাবে এই আশা নিয়ে বাঁচা সম্ভব?

২। বাস্তবিক সকল পাপ ঈশ্বরের বিপক্ষে কেন? ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করার অর্থ কি?

৩। ঈশ্বর কেন দুঃখ-কষ্ট অনুমোদন দেন? ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যকার মহাসংঘর্ষ কিভাবে আমাদেরকে এ-প্রশ্নের উত্তর পেতে সাহায্য করে?

৪। আপনার কি মনে হয়, বাইবেল কেন দায়ূদ ও বৎশেবার ঘটনা নথিভুক্ত করল?

৫। গীত ৫১:১১, ১২ পদ আমাদের দেখায় যে, পাপ আমাদেরকে ঈশ্বর হতে পৃথক করে। এ সম্পর্কে আপনার নিজস্ব অভিজ্ঞতা কি? বিচ্ছেদ/দূরত্ব আপনাকে কি অনুভূতি দিয়েছিল?ঈশ্বরের দয়া ও ক্ষমার প্রতিজ্ঞা আমাদের একমাত্র আশা কেন?